টেকনিক্যাল প্রফেশনালদের জন্য

রেজ্যুমি তৈরি

পর্ব-১

মো: আতিকুজ্জামান লিমন

রেজ্যুমি একটি কাগজ অথবা একটি ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট, যা চাকরি-প্রত্যাশী নিজেকে পরিচিত করার জন্য নিয়োগকর্তার কাছে জমা দিয়ে থাকেন। এমন একটি রেজ্যুমি জমা দিতে হবে, যার মাধ্যমে চাকরি-প্রত্যাশী তার ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা-দীক্ষা এবং দক্ষতার বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে রেজ্যুমিটি জমা দেবেন, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আগে ভালোভাবে অনুসন্ধান করে নিতে হবে। কী তারা খুঁজছেন এবং কীভাবে আপনি তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারেন? এ লেখায় একজন ব্যক্তির সব তথ্য কীভাবে সংক্ষিপ্ত এবং ভালোমানের লেখার সাথে সার-সঙ্কলন করে ব্যক্তির ব্যক্তিগত এবং কারিগরি দক্ষতাকে দ্রুত সময়ে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের কাছে উপস্থাপন করা যায়, তাই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রেজ্যুমি লেখাটা চাকরির ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ, যা আপনাকে একটি নতুন অবস্থানে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আপনি একজন মেধাবী, সম্ভাবনাময় অথচ তা যদি আপনার রেজ্যুমিতে প্রতিফলিত না হয়, তাহলে কোনো কাজে আসবে না। একটি দুর্বল রেজ্যুমি আপনাকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে পারে, যা কি না আপনার ইন্টারভিউ বোর্ড পর্যন্ত আপনাকে যেতে নাও দিতে পারে। একটি ভালো রেজ্যুমি নিয়োগকর্তাদের কাজকে সহজ করে দেবে, যেমন– আপনার কোন দিকটির প্রতি বেশি দক্ষতা আছে, তা যেন সঠিকভাবে হাইলাইট করা থাকে। অনেক সময় একজন সামান্য অভিজ্ঞতা নিয়ে ভালো একটি কাজ খুঁজে পাচ্ছেন শুধু একটি সাজানো-গোছানো রেজ্যুমির মাধ্যমে। অনেক আগে মুদ্রাক্ষরিত রেজ্যুমি ব্যবহার হতো, কিন্তু বর্তমানে নিয়োগকর্তাদের সেই পরিমাণ সময় নেই। তারা সংক্ষিপ্ত, সহজবোধ্য, কর্মভিত্তিক রেজ্যুমি পছন্দ করেন। যদিও একটি এক পৃষ্ঠার রেজ্যুমি আদর্শ হিসেবে ধরা হয়, তবে দুই পৃষ্ঠার রেজ্যুমিও হতে পারে, যদি কারও ব্যাপক কাজের অভিজ্ঞতা থাকে। অনেক তথ্যসংবলিত রেজ্যুমি যেমন পড়তে কঠিন, ঠিক তেমনি বুঝতেও সময় লাগে।

ছোট একটি জায়গায় কারও কাজের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং পছন্দ-অপছন্দ ফুটিয়ে তোলা খুব কঠিন, তাই এটি তৈরি করতে প্রস্তুতি এবং চিন্তার প্রয়োজন। ধারাবাহিক আর্টিকলে প্রতিটি বিষয় ধাপে ধাপে একটি কার্যকর টেকনিক্যাল রেজ্যুমি কীভাবে তৈরি করা যায়, তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যা কি না আজকের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে খুব প্রয়োজন। অনলাইনে অনেক ধরনের রেজ্যুমির নমুনা আপনি পাবেন, সেগুলো থেকে কোনটি আপনার পেশার সাথে যায়, তা নিজেই বুঝে নিতে পারবেন। অনেকভাবে রেজ্যুমিকে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিয়ে সাজানো যায়। আপনার স্বপ্নের চাকরির জন্য উপযুক্ত রেজ্যুমিটি তৈরি করা যাক এবার।

টেকনিক্যাল প্রফেশনালদের জন্য প্রতিটি আলাদা বিষয়ের জন্য রেজ্যুমি ভিন্ন হয়ে থাকে। আলাদা বলতে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার, ডাটাওয়্যার হাউস আর্কিটেক্ট, অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার, অ্যাপ্লিকেশন সাপোর্ট অ্যানালিস্ট, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাপ্লিকেশনস ইঞ্জিনিয়ার, ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, আইটি সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ডেভেলপার, ডাটা কোয়ালিটি ম্যানেজার, ওয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সিকিউরিটি স্পেসালিস্ট, ওয়েব অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, টেকনোলজি ডিরেক্টর, ওয়েব ডিজাইনার, ওয়েব মাস্টার ইত্যাদি পেশার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রেজ্যুমি তৈরি করতে হয়। উপরে লেখা পেশার মধ্যে আপনার পছন্দের পেশাটি না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই। কেননা, এ লেখার মেটেরিয়ালগুলো যেকোনো পেশার জন্য কাজে লাগবে। আশা করি, আপনার রেজ্যুমি ডেভেলপ করতে এই লেখা খুব সহায়ক হবে।

> “টেকনিক্যাল প্রফেশনাল রেজ্যুমিতে অবশ্যই প্রার্থীর টেকনিক্যাল দক্ষতা প্রদর্শন করা উচিত। নিয়োগ ম্যানেজার বা কর্মকর্তার রেজ্যুমির প্রতিটি তথ্য যাচাই-বাছাই করা সম্ভব হয় না। একটি চমৎকার উপায় হচ্ছে রেজ্যুমিতে একটি টেকনিক্যাল সারাংশ বা প্রযুক্তিগত দক্ষতা সেকশন যোগ করা। সেকশনটিকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করতে পারেন। তাহলে নিয়োগকর্তা খুব দ্রুত প্রতিটি অংশ যেমন– প্রোগ্রাম বা অ্যাপ্লিকেশনের জ্ঞান দেখে ধারণা নিতে পারবেন। সম্ভাব্য অংশগুলোর মধ্যে সার্টিফিকেশন, হার্ডওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম, নেটওয়ার্ক/প্রটোকল, অফিস উৎপাদনশীলতা, প্রোগ্রামিং/ভাষা, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এবং ডাটাবেজ অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে পারে। এমন বিষয়গুলো উল্লেখ করা উচিত, যেগুলো ইন্টারভিউয়ে আপনি সহজেই আলোচনা করতে পারেন।”

আফরোজা সুলতানা
উপ-পরিচালক, ক্যারিয়ার সার্ভিস বিভাগ
সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি

সফলভাবে টেকনিক্যাল রেজ্যুমি তৈরির মৌলিক বিষয়

* আপনার পাঠককে বুঝতে হবে।
* তাদের দৃষ্টিকোণ কী?
* কীভাবে মানবসম্পদ/নিয়োগ ম্যানেজার আপনার রেজ্যুমি দেখবেন?

আপনার কৌশল

* আপনার অবসর সময়কে ব্যবহার করুন।
* এই লেখায় দেখানো হয়েছে কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মাবলী ব্যবহার করতে হয়। সেগুলো ভালোভাবে শেখার চেষ্টা করুন।
* সময়ের সাথে সাথে রেজ্যুমি পরিবর্তন হতে থাকবে, তাই নিয়মিত রেজ্যুমি আপডেট করুন।

টিপস

* শুধু এই লেখার ওপর নির্ভর না করে আপনার ক্রিয়েটিভিটি ব্যবহার করে বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখে নিজের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিন।
* এই লেখায় অনেকগুলো রেজ্যুমির কালেকশন নেই। আপনি চাইলে ওয়েবে বা এক্সপার্ট কারো সাহায্য নিতে পারেন।

রেজ্যুমি তৈরির নিয়ম অনুসরণ

* যে উপাদানগুলো ব্যবহার করবেন এবং যেগুলো করবেন না তা নির্ধারণ করুন।
* এই লেখায় দেখানো হয়েছে মৌলিক অংশগুলো। মৌলিক অংশে সবাই যে বিষয়টি নিয়ে সবসময় চিন্তিত থাকেন তাহলো কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু।

একটি কার্যকর টেকনিক্যাল রেজ্যুমির উপাদান

একটি কার্যকর রেজ্যুমিতে চাকরি-প্রত্যাশীর সব তথ্য নির্দিষ্টভাবে দেয়া থাকবে, যা দেখে নিয়োগকর্তা খুব সহজে এবং দ্রুত সময়ে ব্যক্তি ও কাজ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। এসব তথ্য কয়েকটি অপরিহার্য উপাদান দিয়ে তৈরি হয়। সেরকম অপরিহার্য উপাদানের তালিকা নিচে দেয়া হলো :

* শিরোনাম।
* অবজেক্টিভ এবং/অথবা কিওয়ার্ডগুলো।
* কাজের অভিজ্ঞতা।
* শিক্ষা।
* শিক্ষা বা কর্মক্ষেত্রের বিশেষ পুরস্কারগুলো।
* কার্যক্রম।
* সার্টিফিকেট ও ভেন্ডর সার্টিফিকেট
* প্রকাশনা।
* প্রফেশনাল মেম্বারশিপ।
* বিশেষ দক্ষতা।
* ব্যক্তিগত তথ্য।
* রেফারেন্স বা তথ্যসূত্র রেজ্যুমি তৈরির প্রথম ধাপ হিসেবে চাকরি-প্রত্যাশীর সব তথ্য যেমন– শিক্ষাগত, অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত তথ্য একটি জায়গায় একত্রিত করা। এরপর প্রতিটি আলাদা উপাদানকে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো।

(বাকি অংশ আগামী পর্বে)

ফিডব্যাক : infolimon@gmail.com